~~09 JUN 1992~~
তারিখ
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

09 JUN 1992

বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কত সন্ত্রাস!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর কতকাল থাকবে অরক্ষিত জনপদ, কতকাল থাকবে ডাকাতদের গ্রাম? আর কতকাল থাকবে সন্ত্রাসী-বন্দুকবাজদের অভয়ারণ্য? গত রোববার এই সন্ত্রাসীদের নির্বিচার নৃশংস গুলিবর্ষণে যে চারজন শিশু আহত হয়ে পাঞ্জা লড়ছে মৃত্যুর সঙ্গে, তার দায়-ভাগ কে বহন করবে? কি অপরাধ করেছিল এই স্কুলগামী শিশুরা? কি অপরাধে পঙ্গু হতে বসেছে এই ফুলের মত পবিত্র চারটি শিশু? এর জবাব কে দেবে? জবাব দেবেন কি সন্ত্রাসের লালনকারী রাজনৈতিক দল? জবাব দেবেন কি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ? জবাব দেবেন কি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনী? সকলেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বলছেন, সকলেই শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার কথা বলছেন, সকলেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের দাবী জানাচ্ছেন। কিন্তু সন্ত্রাস, বেপরোয়া গোলাগুলি, বোমা হামলা তো বন্ধ হচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সন্ত্রাস এখন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনে-রাতে, সকালে-দুপুরে যখন তখন সন্ত্রাসীরা নির্বিচার গুলিবর্ষণ করছে। কখনও তা প্রতিপক্ষকে শিক্ষা দেবার জন্য, কখনও তা নিতান্ত সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য। বছরের পর বছর সন্ত্রাসীরা অস্ত্রবাজি চালিয়ে যাচ্ছে নির্বিঘ্নে। কিন্তু এখন লক্ষ্যহীন গুলি এসে বিদ্ধ করছে নিষ্পাপ নিরপরাধ স্কুলগামী শিশুর বুকও। কিন্তু আর কত কাল এই অবস্থা চলবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন এলাকায় শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাই পড়ে না। একে ঘিরে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, আছে উদয়ন স্কুল, আছে নীলক্ষেত প্রাইমারী ও হাই স্কুল। এসব স্কুলে শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পড়তে আসে ছাত্রছাত্রীরা। সঙ্গে আসেন তাদের অভিভাবকরাও। তাদের অনেকেই ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষা করে বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে ফিরে যান। রোববারের এই নিষ্ঠুর ঘটনায় আতঙ্ক শুধু ক্যাম্পাসেই ছড়ায়নি, ছড়িয়েছে নগরের অন্যান্য প্রান্তেও।

ঘটনার বিবরণে বলা হয়েছে, গত রোববার সকাল দশটার দিকে একটি সাদা মাইক্রোবাসে করে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী আসে ফুলার রোড এলাকায়। এসেই তারা নির্বিচারে গোলাগুলি চালায় ও বোমাবিস্ফোরণ ঘটায়। এরপর জগন্নাথ হল এলাকা থেকে পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু হয়। এই ক্রস ফায়ারিং-এর মধ্যে পড়ে উদয়ন বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র মীর আহসান কবীর (১০), নীলক্ষেত স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র তাপস কুমার রায় (১১), ওই স্কুলেরই তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র জনি কুমার রায় (১০) ও ৭ বছরের একটি বালিকা মর্জিনা জখম হয়েছে। তাপসের ডান পায়ে, জনির বাম পায়ে ও হাতে, মর্জিনার ঘাড়ে এবং আহসান কবীরের ডান পায়ে গুলি লেগেছে। জনির বাম হাতের মাংস হাড় থেকে উপড়ে গেছে। ডাক্তাররা বলেছেন, জীবনের মত বাম হাত পঙ্গু হয়ে গেছে জনির। উল্লেখ্য, সকাল ১০/১১টায় এই এলাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে আসা-যাওয়া করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের ঘটনা সকল সীমানা লংঘন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছাত্রের সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানাতে শিক্ষকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করছেন, সকল পরীক্ষা ও ক্লাস বন্ধ; এই সন্ত্রাসের প্রতিবাদ জানাতে ঠিকাদাররা নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন, ছাত্র-ছাত্রীরা শঙ্কিত পায়ে হাঁটছে; অভিভাবকরা শিশুসন্তান নিয়ে আতঙ্কিত অবস্থায় ছোটাছুটি করছেন; অবুঝ শিশুরাও পঙ্গুত্বের শিকার হচ্ছে। শিকার হচ্ছে নির্বিচার হামলার। বিশ্ববিদ্যালয়ে দলাদলি রেষারেষি হাঙ্গামায় বহু ছাত্রের প্রাণ গেছে, বহু ছাত্র পঙ্গু হয়েছে। কিন্তু আর কত?

সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাস সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন। তারা নিরপেক্ষভাবেই সন্ত্রাস বন্ধ করার ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা, উদ্বেগ-আতঙ্ক বন্ধ করা, সেখানকার সকল কাজ স্বাভাবিক করার স্বার্থে অভিভাবকদের ও হাজার হাজার শিশু-শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাকে সম্পূর্ণরূপে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাতে অস্ত্র ঢুকতে না পারে তার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা চাই। আমরা চাই ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসুক, সেখানে আর যেন একটি বোমাও না ফাটে, একটি গুলির শব্দও না হয়, যেন ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের কারণে নিরপরাধ কোন পরিবারে কান্নার রোল না ওঠে। আর এই ব্যবস্থায় দল-মত নির্বিশেষে সকল মহলের নিরঙ্কুশ সহযোগিতা প্রয়োজন।